দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 SEP 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বাউবির শিক্ষা কার্যক্রম এখন সাভার-ধামরাই

আখতার হামিদ খান

দেশের অবহেলিত জনগোষ্ঠী, গৃহবধূ, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষ যারা নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারে না, সরকার তাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বাউবির এই সেবা বর্তমানে পরিপূর্ণতা পেয়েছে সাভার-ধামরাই অঞ্চলে। ধামরাই-এর বাউবির একটি কো-অর্ডিনেটিং অফিস থাকলেও অতীতে এর কোন প্রচার কার্যক্রম ছিল না। গত বছর থেকে এই অফিসের প্রচার কার্যক্রম ও জনসংযোগ গড়ে উঠায় এ এলাকার মানুষের বাউবি সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। মানুষ এখন হাতের কাছ থেকে বাউবির সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। গত বছর ভর্তি কার্যক্রমের সময় রাস্তাঘাট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শোভা পেয়েছে বাউবির ভর্তি কার্যক্রমের ব্যানার, পোস্টার। চারদিকে শোনা গেছে ভর্তি কার্যক্রম সম্পর্কে মাইকিংয়ের আওয়াজ। নানা বর্ণবিন্যাস ও সুশৃঙ্খল বাক্যের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণকে জানানো হয়েছে বাউবির বার্তা। তবে ইতিপূর্বে এ ধরনের কোন উদ্যোগের সরবতা এখানে ছিল না। সম্প্রতি এখানে বাউবির প্রচার কার্যক্রমের ফলে এলাকাবাসী নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ঘরে বসে বাউবির শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখছে। নানা অভাব অনটনের মাঝেও এ জনপদের মানুষ এখন স্বপ্ন দেখে লেখাপড়া শিখে নতুন জীবন গড়ার। এতদিন অনেকেই জানত না বাউবির সার্টিফিকেট কাজে লাগিয়ে সমান সুবিধা ভোগ করা যায়।

বর্তমানে বাউবির ধামরাই অফিসের সাথে জনসাধারণের সরাসরি যোগাযোগ গড়ে উঠায় গরীব মেহনতি মানুষ ঘরের কাছ থেকে বাউবির সেবা গ্রহণ করতে পারছে। ইতিপূর্বে এলাকাবাসী জানত না কোথায় বাউবির স্থানীয় কার্যালয়। ছিল না কোন পরিচিতি। দৈনিক বাংলার সাবেক সাংবাদিক, লেখক, গবেষক মেজবাহ উদ্দিন তুহিন গত বছর এখানে বদলী হয়ে আসেন। যোগদানের পরপরই স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক; প্রশাসনসহ সকলের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। উপজেলা প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করে নিজ গুণে উপজেলা কমপ্লেক্স পাশাপাশি দু'টি কক্ষ বরাদ্দ করিয়ে নেন। গড়ে তোলেন অফিসের সুন্দর সুশৃঙ্খল পরিবেশ। নিয়মিত খোলা পাওয়া যাচ্ছে বাউবির অফিস। বেড়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। বর্তমান সরকারের নকলমুক্ত আন্দোলনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে স্থানীয় সাংবাদিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে তিনি নকলমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হন। হঠাৎ নকলমুক্ত করতে গিয়ে মেজবাহ উদ্দিন তুহিনকে নানা হুমকি ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

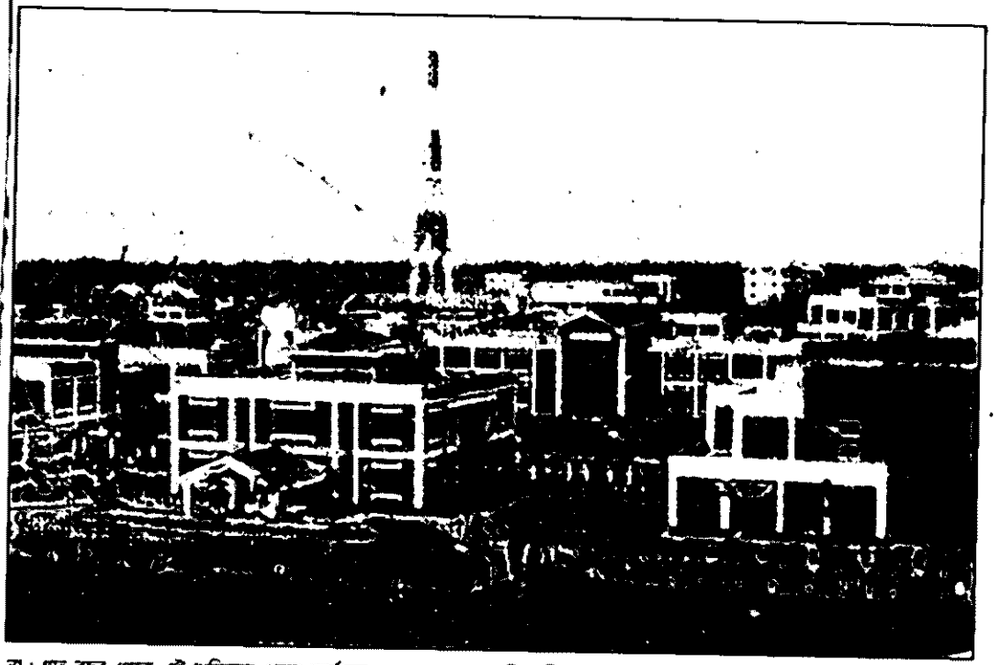

বর্তমানে ধামরাই অফিসের অধীনে এসএসসি প্রোগ্রামে প্রায় ১০০০ জন, এইচএসসি প্রোগ্রামে ৭৮০ জন, ডিগ্রি প্রোগ্রামে প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া সিএলপি ও সিপিএফপি প্রোগ্রাম দু'টি পুনরায় চালু এবং এমএড ওডি ওয়াইডি প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির উদ্যোগ চলছে। বাউবির ধামরাই কো-অর্ডিনেটিং অফিসের পরিধি সাভার, ধামরাই ও সাটুরিয়া এই তিনটি উপজেলা নিয়ে। তবে এতদিন সাটুরিয়ায় কোন প্রোগ্রাম ছিল না। মেজবাহ উদ্দিন তুহিনের প্রাথমিক উদ্যোগের ফলে এ বছর থেকে সাটুরিয়ায় প্রোগ্রাম চালু হতে যাচ্ছে। বাউবির মাধ্যমে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে জেনে সাটুরিয়াবাসী এখন ভীষণ খুশী। তাদের ধারণা, আরো আগে এখানে বাউবির প্রচার থাকলে সাটুরিয়াবাসী বাউবির সেবা থেকে বঞ্চিত হত না। এখানকার বর্তমান প্রচার কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাভারের এমপি ডা. দেওয়ান মোঃ সালাহ উদ্দিন তার পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত জিরাব দেওয়ান ইদ্রিস কলেজে বাউবির টিউটোরিয়াল সেন্টারের জন্য আবেদন করেছেন। বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষ তাদের স্কুলে টিউটোরিয়াল সেন্টারের জন্য আবেদন করেছেন। বাউবির মংলো ও পঞ্চগড়ের কার্যক্রমসহ বাউবির প্রচার কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন সময় মেজবাহউদ্দিন তুহিনের লেখা ছোট বড় অসংখ্য ফিচার নানা আঙ্গিকে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। শুধুমাত্র বাউবির উপর তার প্রকাশিত আনুমানিক ফিচারের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। এছাড়া অল্প বয়সে দুটি বই, গবেষণা জার্নাল ও বাংলাপিডিয়ায় তার একাধিক লেখা প্রকাশিত হওয়ায় সুধী মহলে তার ভাল পরিচিতি রয়েছে। বাউবির সম্পর্কে গ্রামগঞ্জসহ অনেক মানুষেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। তিনি বর্তমানে কিছুটা অসুস্থ হলেও বাউবির প্রোগ্রাম ও ভর্তি কার্যক্রমের খুঁটিনাটি [illegible] গবেষণাধর্মী কাজও করছেন বলে একটি সূত্রে জানা গেছে। এসবে বাউবির প্রতি তার অক্লান্ত শ্রম ও ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে।